জাগিয়েই বা কি হলো? ক্ষুদ্রগ্রামের মত স্বর্গলুণ্ঠনকারী বলে বৃথা গর্বকরে থাকে সেই কুড়িটি হাত দিয়েই বা কি হলো?

তাৎপর্য্য ঃ এই শ্লোকে "অনুবাদ্য-মনূক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" অর্থাৎ "উদ্দেশ্য অংশ প্রথমে উল্লেখ না করে বিধেয় উল্লেখ করবে না" এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

অস্য শ্লোকস্য বিধেয়াবিমর্শদোষদুষ্টতয়া কাব্যত্বং ন স্যাৎ, প্রত্যুত ধ্বনিত্বেনোত্তমকাব্যতাস্যাঙ্গীকৃতা তস্মাদব্যাপ্তির্লক্ষণদোষঃ। (ণ)

বঙ্গার্থ ঃ (ণ) এই শ্লোকের বিধেয়াবিমর্শ দোষ থাকায় এটিকে কাব্য বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃত শ্লোকটিতে ধ্বনিমত্তা হেতু এটি উত্তমকাব্য বলে স্বীকৃত। সুতরাং এখানে অব্যাপ্তি নামে দোষ ঘটেছে।

বিবৃতি ঃ কোন উদাহরণে লক্ষণ প্রযোজ্য হবে আবার কোথাও হবে না এরূপ লক্ষণই অব্যাপ্তি লক্ষণ দোষ। "লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন লক্ষণাগমনম্ অব্যাপ্তিঃ।"

ননু কশ্চিদেবাংশোঽত্র দুষ্টো ন পুনঃ সর্বোঽপি ইতি চেৎ। তর্হি যত্রাংশে দোষঃ সোঽকাব্যপ্রযোজকঃ, যত্র ধ্বনিঃ স উত্তমকাব্যত্বপ্রযোজক ইত্যংশাভ্যামুভয়ত আকৃষ্যমাননিদং কাব্যমকাব্যং বা কিমপি ন স্যাৎ। ন চ কংচিদেবাংশং কাব্যস্য দূষয়ন্তঃ শ্রুতিদুষ্টাদয়ো দোষাঃ, অপি তু সর্বমেব কাব্যম্। তথাহি কাব্যাত্মভূতস্য রসস্যানপকর্ষকত্বে তেষাং দোষত্বমপি নাঙ্গীক্রিয়তে। অন্যথা নিত্যদোষানিত্যদোষত্ব-ব্যবস্থাপি ন স্যাৎ। (ত)

বঙ্গার্থ ঃ (ত) যদি বলা হয়, — এই শ্লোকের সকল অংশে দোষ নাই, কেবল আংশিক দোষ, তাহলে বলা হবে, যে অংশে দোষ, সেই অংশ অকাব্য এবং যে অংশের ধ্বনি উত্তম কাব্যত্বের প্রযোজক সেই অংশ উত্তম কাব্য। এ অবস্থায় দুদিক থেকে আকৃষ্ট হলে এটি কাব্য বা অকাব্য কিছুই হবে না। পরন্তু শ্রুতিকটুত্ব প্রভৃতি দোষগুলি কাব্যকে অংশিকভাবে দূষিত করলে কাব্যটিকে দোষযুক্ত বলা যায় না। কারণ কাব্যের আত্মভূত রসে হানি না ঘটলে অর্থাৎ কাব্যরস ব্যাহত না হলে তাকে দোষ বলা যায় না। তা না হলে নিত্যদোষ এবং অনিত্যদোষ বলে কিছু থাকে না।

যদুক্তং ধ্বনিকৃতা —

"শ্রুতিদুষ্টাদয়ো দোষা অনিত্যা যে চ দর্শিতাঃ।
ধ্বন্যাত্মন্যেব শৃঙ্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ ॥ (থ)

বঙ্গার্থ ঃ (থ) ধ্বনিকার বলেছেন — শ্রুতিকটুত্ব প্রভৃতি যে সকল দোষ অনিত্য বলা হয়েছে ধ্বন্যাত্মক শৃঙ্গার রসে সেই দোষগুলি বর্জনীয়।

ননু ঈষদর্থে নঞঃ প্রয়োগঃ — ইতি চেৎ? তর্হি ঈষদ্দোষৌশব্দার্থৌ কাব্যমিত্যুক্তে নির্দোষয়োঃ কাব্যত্বং ন স্যাৎ। সতি সম্ভবে ঈষদ্দোষাবিতি চেৎ? এতদপি কাব্যলক্ষণে ন বাচ্যম্, রত্নাদিলক্ষণে কীটানুবেধাদিপরিহারবৎ। (দ)

Scanned with CamScanner

বঙ্গার্থ ঃ (দ) যদি নির্দোষ কাব্য দুর্লভ হয় তবে 'অদোষ' এই পদটিতে 'নঞ্' এর ঈষৎ অর্থে অর্থাৎ — অল্প দোষ এই অর্থে প্রয়োগ স্বীকার করলে দোষযুক্ত শব্দার্থ কাব্য ; কাব্য-লক্ষণ হবে এবং প্রকৃত নির্দোষ কাব্যের কাব্যত্ব অসম্ভব হবে ; কারণ প্রকৃত মতে দোষশূন্য না হলে কাব্যলক্ষণ সমন্বয় হতে পারে না। কিন্তু সেটিও কাব্যলক্ষণে বলা যায় না। কারণ রত্নের লক্ষণ করতে গেলে যেমন কীটদষ্ট রত্নকে পরিত্যাগ করা যায় না।

নহি কীটানুবেধাদয়ো রত্নস্য রত্নত্বং ব্যাহন্তুমীশাঃ, কিন্তু উপাদেয়তারতম্যমেব কর্ত্তুম্। তদ্বদত্রাপি শ্রুতিদুষ্টাদয়ঃ কাব্যস্য। (ধ) উক্তঞ্চঃ —

কীটানুবিদ্ধরত্নাদি-সাধারণ্যেন কাব্যতা।
দুষ্টেষ্বপি মতা যত্র রসাদ্যনুগমঃ স্ফুটঃ ॥ (ন)

বঙ্গার্থ ঃ (ধ) কীটদষ্টাদিদ্বারা রত্নেরও রত্নত্ব যায় না। লোক রত্নই বলে, কেবল রত্নের উৎকর্ষের তারতম্য ঘটে। সেরূপ শ্রুতিকটুত্ব ইত্যাদি দোষগুলি কাব্যের কাব্যত্ব দূর করে না (এখানে কেবল নির্দোষ কাব্যের তুলনায় রসাস্বাদের তারতম্য ঘটায়)।

(ন) কথিত আছে — কীটানুবিদ্ধ রত্নগুলিও যেমন রত্ন বলে স্বীকৃতি পায়, সেরূপ দোষযুক্ত কাব্যেও যদি স্পষ্টভাবে রসজ্ঞান থাকে তবে তার কাব্যত্ব লোকে অস্বীকার করে না।

কিং চ। শব্দার্থয়োঃ সগুণত্ববিশেষণমনুপপন্নম্, গুণানাং রসৈকধর্ম্মত্বস্য "যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ" — ইত্যাদিনা তেনৈব প্রতিপাদিতত্বাৎ। (প)

বঙ্গার্থ ঃ (প) "গুণযুক্ত" শব্দ ও অর্থ এরূপ কথা ঠিক নয়। কারণ গুণ কেবল (কাব্য) রসে বর্ত্তমান। কারণ (কাব্যপ্রকাশকার) গুণগুলির রসের সঙ্গে একধর্মত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, 'অঙ্গীরসগুলির ধর্ম আত্মার শৌর্যাদির ন্যায়' ইত্যাদি বচনের দ্বারা গুণের রসবৃত্তিত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

রসাভিব্যঞ্জকত্বেন উপচারত উপপদ্যত ইতি চেৎ? তথাপ্যযুক্তম্। তথাহি তয়োঃ কাব্যস্বরূপত্বেনাভিমতয়োঃ শব্দার্থয়ো রসোঽস্তি ন বা। নাস্তি চেৎ, গুণবত্ত্বাপি নাস্তি, গুণানাং তদন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাদ্। (ফ)

বঙ্গার্থ ঃ (ফ) যদি বলা হয় শব্দ ও অর্থ রসের অভিব্যঞ্জক বলে আরোপবশতঃ এরকম বলা হয়েছে, তাও যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ কাব্যস্বরূপ হিসাবে স্বীকৃত শব্দ ও অর্থের মধ্যে রস আছে বা নাই? যদি রস না থাকে, তাহলে গুণও নাই, কারণ গুণের সঙ্গে রসের অন্বয় ব্যতিরেক সম্বন্ধ।

অস্তি চেৎ, কথং নোক্তং রসবন্তাবিতি বিশেষণম্? গুণবত্ত্বান্যথানুপপত্ত্যা এতল্লভ্যত ইতি চেৎ? তর্হি সরসাবিত্যেব বক্তুং যুক্তম্, ন সগুণাবিতি। নহি 'প্রাণিমন্তো দেশা' বক্তব্যে 'শৌর্য্যাদিমন্তো দেশা' — ইতি কেনাপ্যুচ্যতে! (ব)

বঙ্গার্থ ঃ (ব) যদি শব্দার্থে রস থাকে, তাহলে 'রসবন্তৌ' বিশেষণ দেওয়া হলো না কেন? যদি বলা হয় গুণবত্তার অন্যথানুপপত্তি দ্বারা (অর্থাৎ গুণবত্তা না থাকলে রস থাকে না) রস লাভ করা যায়, তাহলে 'সরসৌ' — একথাই বলা উচিত, 'সগুণৌ' নয়। 'প্রাণিবিশিষ্ট দেশ' বলতে শৌর্যাদিবিশিষ্ট দেশ — কেউ বলে না।

Scanned with CamScanner

ননু শব্দার্থৌ সগুণাবিত্যনেন গুণাভিব্যঞ্জকৌ শব্দার্থৌ কাব্যে প্রযোজ্যাবিত্যভিপ্রায় ইতি চেৎ? ন ; গুণাভিব্যঞ্জকশব্দার্থবত্ত্বস্যাপি উৎকর্ষমাত্রাধায়কত্বম্, ন তু স্বরূপাধায়কত্বম্। উক্তং হি — 'কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ" ইতি। (ভ)

বঙ্গার্থ ঃ (ভ) যদি বলা যায় — লক্ষণকার "শব্দার্থৌ সগুণৌ" এই অংশ দ্বারা জানিয়েছেন যে, গুণের অভিব্যঞ্জক শব্দ ও অর্থ কাব্যে প্রয়োগ করা উচিত ; তাও ঠিক নয়। কারণ গুণের অভিব্যঞ্জক শব্দার্থ কাব্যের কেবল উৎকর্ষতা সম্পাদন করে ; কিন্তু কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করে না। কথিত আছে — শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর ; রস, রসাভাস ইত্যাদি আত্মা ; গুণসমূহ শৌর্য ইত্যাদির ন্যায়, দোষগুলি বধিরত্বাদির মত, রীতিসমূহ অবয়ব সন্ধির মত এবং অলংকারাদি কবচ কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণের মত।

এতেন 'অনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি' ইতি যদুক্তং তদপি পরাস্তম্। অস্য হ্যর্থঃ — "সর্ব্বত্র সালংকারৌ ক্বচিত্তু অস্ফুটালংকারাবপি শব্দার্থৌ কাব্যম্" ইতি। তত্র সালংকারশব্দার্থয়োরপি কাব্যে উৎকর্ষমাত্রাধায়কত্বাৎ। (ম)

বঙ্গার্থ ঃ (ম) এর দ্বারা "অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি" এই লক্ষণের খণ্ডন করা হলো। এর দ্বারা অর্থ — সর্বত্র অলংকার স্পষ্টভাবে থাকবে অথবা কোথাও অস্পষ্টভাবে থাকলেও সেখানে শব্দার্থকাব্য। যেহেতু সেখানে অলংকারযুক্ত শব্দার্থও কাব্যের কেবল উৎকর্ষ সম্পাদন করে।

এতেন "বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্" — ইতি বক্রোক্তিজীবিতকারোক্তমপি পরাস্তম্, বক্রোক্তেরলংকাররূপত্বাৎ। (য)

বঙ্গার্থ ঃ (য) এর দ্বারা 'বক্রোক্তি কাব্যের জীবন' এই বক্রোক্তিজীবিতকারের মতও খণ্ডন করা হলো, কারণ অলংকারই বক্রোক্তির স্বরূপ।

যচ্চ ক্বচিদস্ফুটালংকারত্বে উদাহৃতম্ —

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ (র)

এতচ্চিন্ত্যম্। অত্র হি বিভাবনাবিশেষোক্তিমূলস্য সন্দেহসংকরালংকারস্য স্ফুটত্বম্। (ল)

বঙ্গার্থ ঃ (র) "ক্বচিদস্ফুটালকারৌ"-এর উদাহরণ — যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন, তিনিই আমার স্বামী, সেরূপই চৈত্ররাত্রি, (সেরকমই আছে) ফুটন্ত মালতী-ফুলের সুগন্ধ, (আগের মতই) ধুলোভরা বাতাস, এবং আমিও সেই আছি, তবুও রেবানদীর

Scanned with CamScanner

REFERENCE :

1. BANDYOPADHYAY ASHOKE, SAHITYADARPANA(1-3),

SADESH,KOLKATA, 1411.

ACKNOWLEDGMENT :

This pdf is made for educational purpose of students and photo copies collected from the book of Sahityadarpana edited by Ashok Kumar Bandyopadhyay. Students are benefited by this pdf. We are thankful to the editor.

Debraj Mondal

Dept. of Sanskrit

Dinabandhu Mahavidyalaya, Bongaon

Scanned with CamScanner